দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 29. 7. 84 ...
পৃষ্ঠা ... ... 4 কলাম ... ...

0 - 005

কয়েকটি সরকারী কলেজের অবস্থা

পত্রিকান্তরে দেশের কয়েকটি সরকারী কলেজের করুণ অবস্থা বিবৃত হয়েছে। এর মধ্যে একটি শরীয়তপুর জেলা সরকারী কলেজ। বলা হয়েছে এই কয়েকটি নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। ছাত্র-ছাত্রীদের মিলনায়তন নেই। শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় কম। শ্রেণীকক্ষে স্থান সংকুলান হয় না। বিজ্ঞান যন্ত্রপাতির অভাবে শিক্ষার্থীদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের অবস্থাও অনেকটা এরকম। সেখানে প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষেরই অভাব রয়েছে। অভাব রয়েছে আসবাবপত্রের— বইপত্রের ও বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামের। প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই।

মাদারীপুরের সরকারী নিজামুদ্দিন কলেজে দীর্ঘ দিন ধরে ৩৭ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। আর নাটোর সরকারী কলেজে শিক্ষকদের পদ শূন্য রয়েছে ২০টি।

এই অবস্থায় ঐসব শিক্ষায়তনে যে কি ধরনের পড়াশোনা হচ্ছে তা অনুধাবন করতে মোটেই কষ্ট হয় না। যদি শিক্ষক না থাকে, আর শ্রেণীকক্ষ থাকলেও যদি তাতে শিক্ষার্থীদের স্থান সংকুলান না হয়, বিজ্ঞান পাঠের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম যদি না থাকে তাহলে আর যাই হোক সে সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার পাঠ থাকবার কথা নয়। অথচ যথাসময়ে যথানিয়মে পরীক্ষা হবে এবং ঐসব কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা তাতে অংশও নেবে। কিন্তু সেই পরীক্ষায় যদি তারা আশানুরূপ সাফল্য লাভ না করে তাহলে তার জন্য দায়ী করা হবে কাকে? কলেজের বিভিন্ন সমস্যার কারণে ছাত্ররা যথাযথভাবে পড়াশোনা করতে পারেনি এই যুক্তি তো পরীক্ষকদের কাছে উপস্থাপন করে লাভ হবে না।

আমরা আশা করব যে অচিরেই কর্তৃপক্ষ আলোচ্য কলেজগুলোর যাবতীয় সমস্যার সমাধানে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। তবে এ প্রসঙ্গে আরও বলে রাখা প্রয়োজন যে ঐসব সমস্যায় কেবল আলোচ্য কলেজগুলোই আক্রান্ত নয়, দেশের অধিকাংশ সরকারী কলেজগুলোই নানারকম সমস্যা ও সেগুলোর ছাত্র-ছাত্রীরা অশেষ দুর্গতির শিকার হচ্ছে। অবিলম্বে ঐসব সমস্যার সমাধান করা দরকার।